আলমডাঙ্গার ডাউকিতে রাস্তার কাজে অনিয়ম, বন্ধ করে দিলেন প্রকৌশলী

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বরাদ্দকৃত টাকায় রাস্তার কাজে অনিয়ম হওয়ায় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল শনিবার গ্রামবাসির অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী হারুন অর রশীদ কাজ বন্ধ করে দেন।

জানা গেছে, ডাউকি গ্রামের মুন্সিপাড়ার আতিয়ার রহমানের বাড়ি থেকে দুরাপের বাড়ি পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ৫শ ফিট রাস্তার সলিংয়ের কাজ করছেন ওই ওয়ার্ডের মেম্বর খেদ আলী। তিনি শনিবার সকালে রাস্তায় দুই ট্রাক তিন নং ইট ফেলে কাজ শুরু করেন।

গ্রামের লোকজন ঘটনা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীকে অবহিত করেন। নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকৌশলী হারুন অর রশীদকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

এ ঘটনা স্বীকার করে খেদ আলী মেম্বর বলেন, দুই ট্রাক তিন নং ইট এনেছিলাম। প্রকৌশলী সেই ইট ফেরৎ পাঠিয়েছেন। আর সমস্যা নাই।

আলমডাঙ্গায় করোনার প্রভাবে মহাবিপাকে গরুর খামারিরা

আলমডাঙ্গা উপজেলাজুড়ে ঘরে ঘরে গরু চাষিদের মাঝে হাহাকার দেখা দিয়েছে। ঘুম হারাম হয়ে গেছে গরু খামারিদেরও। কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে বছর ব্যাপী গরু লালন-পালন করে মহামারি করোনার ফেরে পড়ে গেছে তারা। আসন্ন ঈদ ও গরু কেনাবেচায় গভীর অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় শত শত গরু চাষিদের মাঝে এই হাহাকার দেখা দিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রতিটি গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গরু লালন-পালন করেন কৃষকেরা। কৃষক-কিষানি মিলে বাড়িতে বাড়িতে দুই-তিনটা করে গরু বড় করে তোলেন। বছর ধরে ধারদেনা করে গরুর খাবার কেনেন তারা। অনেকে বিভিন্ন এনজিও থেকে টাকা ঋন নিয়েও গরু কেনেন। ঈদে সেই গরু বিক্রি করে ঋন পরিশোধ করেন। কিন্ত এবছর বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের ভয়াল থাবায় সবকিছু স্থবির হয়ে গেছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে পুরো বিশ্বের সাথে বাংলাদেশও। একই সাথে স্বপ্ন ভেঙে যেতে বসেছে আলমডাঙ্গার হাজারো কৃষকের পুরো পরিবারের।

আলমডাঙ্গার কুমারি গ্রামের গরুর খামারী রানা মন্ডল জানান, তার খামারে শতাধিক গরু রয়েছে। ভরবছর গরু বেচাকেনা হলেও করোনার কারনে সবকিছু বন্ধ রয়েছে। গরুর হাটও বন্ধ রয়েছে। ব্যাপারিরা কেউ আসছেন না। কেউ কেউ আসলেও গরুর দাম বলছেন অর্ধেক।

তিনি জানান, এ রকম চলতে থাকলে রাস্তায় বসা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

নাগদাহ ইউনিয়নের জাঁহাপুর গ্রামের খামারি রাসেল জানান, তার খামারিও বড়। ঈদকে সামনে রেখে বিক্রির জন্য প্রস্তত অর্ধশতাধিক গরু। কিন্ত গরুর হাট বন্ধ থাকায় বেচাকেনাও বন্ধ রয়েছে। অন্যান্য বছর গরুর ব্যাপারীরা এসে গরু পছন্দ করে দরদাম করে যান। এ বছর সে রকম কেউ আসছেন না। গভীর অনিশ্চয়তায় পড়েছেন বলে জানান তিনি।

চরপাড়া গ্রামের ক্ষুদ্র কৃষক ডাবলু জানান, তিনি স্বামী-স্ত্রী মিলে বাড়িতে তিনটা গরু লালন-পালন করে বড় করেছেন। তিনি দু‘টি এনজিও থেকে ঋন নিয়ে আর বাড়ির টাকা মিলে তিনটা গরু কেনেন। গরুর খাবার বাকিতে কেনেন আলমডাঙ্গা শহরের একটি আড়ত থেকে।
তিনি জানান, গরু সঠিক সময়ে বিক্রি করতে না পারলে পরিবারসহ বেকায়দায় পড়ে যান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গরু নিয়ে এরকম অনিশ্চয়তার গল্প উপজেলার প্রতিটি গ্রামের প্রায় বাড়িতে বাড়িতে।

গ্রামের গরু চাষিরা গভীর আশংকা নিয়ে বলেন, করোনার কারনে ঈদুল ফিতরের নামাজ ঈদগাহ মাঠে হয়নি। প্রতিদিন করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। এ অবস্থায় আসন্ন কোরবানির ঈদেও করোনার প্রভাব পড়লে গরু কেনাবেচা নিশ্চিভাবেই কমে যাবে।

এতে করে মারাত্মক ক্ষতির সন্মুখিন হবেন প্রান্তিক গরু চাষিরা।

আবার বিপুল সংখ্যক এই গরু চাষিদের জন্য সরকারের কোন প্রণোদনা প্যাকেজও নেই।

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছিতে অর্ধশতাধিক পরিবার পানি বন্দী

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টির পানিতে দামুড়হুদা উপজেলার কুুুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের ভিতরের সড়কের উপরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।এতে এলাকার অর্ধশতাধিক পরিবার পানি বন্দী হয়ে পড়েছে।

সড়কে চলাচলকারী পথচারীদের চরম ভোগান্তিতে পড়েছে। ওই সড়ক থেকে কিছুদুর এগুতেই ৪০-৫০টি বাড়ি রয়েছে। সেখানে সবাই পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছে। পাশেই অপরিকল্পিত বাড়ি-ঘর থাকার কারণে পানি কোথাও যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির পশ্চিম পাশে রাস্তায়ও পানি জমে রয়েছে।

ফলে ওই এলাকার আব্দুর রশিদ, টোটন বিশ্বাস, শুকুর আলী, হারুন, মনি বিশ্বাস সদর আলী, আবুল বাশার জানান, বৃষ্টি হলেই এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। আমরা নিজ উদ্দ্যেগে পানি নিষ্কাশনের জন্যে পাইপ দিয়ে পানি বের করার পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ইন্দনে তা ভেস্তে যায়। বৃষ্টির পানি নীচু এলাকায় যেতে পারে না। ফলে অল্প বৃষ্টির পানিতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্ধশতাধিক পরিবার চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী শাহ মো: ইনামুল করিম ইনু জানান, সড়কের পাশে অপরিকল্পিতভাবে বাড়ি- ঘর তৈরী করার কারণে এ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা স্থায়ী সমাধানের জন্যে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি।
এ দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের নিকট পানি নিষ্কাশনের জন্যে ড্রেনেজে তৈরি করে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন সচেতন মহল।

ফরিদপুরে ট্রলার ডুবে চুয়াড়াঙ্গার তিন শ্রমিক নিখোঁজ

মহামারির করোনা ভাইরাসের মধ্যেও জীবনের তাগিদের জন্য চুয়াড়াঙ্গার ছয়জন শ্রমিক কাজের সন্ধ্যানে গত বৃহস্পতিবার চুয়াড়াঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার হসেনপুর থেকে কাজের সন্ধানে রওনা হয়েছিলো একই গ্রামের ছয় জন।

তবে গতকাল শুক্রবার ফরিদপুরের চরবলেশ্বপুর গ্রামের শয়তানখালি নামক নদীতে এক ট্রলার ডুবির ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানাগেছে।
এই টলার ডুবির ঘটনায় আলমডাঙ্গার তিন জন নিখোঁজ রয়েছেন।

নিখোজ তিন জন হলেন আইলহাস ইউনিয়নের হসেনপুর গ্রামের মৃত তারাচাঁদ মন্ডলের ছেলে রাজ্জাক (৫৫), মোঃ নূরাল হোসেনের ছেলে শাহাবুল (৩৫), আয়নাল হোসেনের ছেলে মোঃ শিলন হোসেন (২৫)।

এছাড়াও একই গ্রামের সাজেদ আলীর ছেলে মোঃ আমজাত, হানেফের ছেলে মমিন হোসেন, ও আজিজুল হকের ছেলে একরামুল হোসেন তিনজনে জীবিত নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানাগেছে।

তবে নদী থেকে নিখোঁজ তিনজনের, উদ্ধারের তৎপরতা চলছে বলে জানিয়েছেন উদ্ধার কর্মীরা।
এদিকে হসেনপুর গ্রামে আকাশে বাতাসে বহছে শোকের ছাঁয়া।

জীবননগরে ঘরের চালের উপর

ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় বট গাছ, দ্রুত অপসারণের দাবি

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের তারিনীবাস গ্রামে সরকারি রাস্তার উপরে একটি বট গাছ অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় বসত ঘরের উপর দাড়িয়ে আছে। এটি যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা করছেন উক্ত স্থানে বসবাস কৃত সকলেই।

জানাযায়, হাসাদাহ ইউনিয়নের তারিনীবাস গ্রামে মৃত আব্দুল মোতালেব মন্ডলের ছেলে আজিজুল হক মুঙ্গলা দর্জির বসত ঘরের চালের উপর সরকারি রাস্তার উপর লাগানো একটি বট গাছ খুবই ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। যেটি কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া ঝড়ে গাছের অর্ধেক অংশ ভেঙ্গে গেছে। আর বাকি অর্ধেক অংশ তাহার ঘরের চালের উপর দাড়িয়ে আছে। সেটি ভেঙ্গে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে এমন আশংঙ্কা করছে ঐ মহল্লাবাসী।

বিষয়টি নিয়ে আজিজুল হক মুঙ্গলার সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আমি এই গাছটি কেটে নেওয়ার জন্য আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেছি কিন্তুু তাতে কোন ফল হয়নি এরপর জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদনও করেছি।

জানিনা শেষ পর্যন্ত আমার এবং পরিবারের সকলের ভাগ্যে কি আছে। তিনি বলেন হয়তো গাছটি অপসারণের অনুমতি মিলবে তবে দুর্ঘটনা ঘটার পরে।

মহল্লাবাসী জানান, গাছটির নিচে বৈদ্যুতিক একটি খুটি আছে যাতে ট্রেনেসমিটার বসানো আছে। যার কারণে এটি অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেন সকলেই।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, আমি বিষয়টি শুনেছি এবং গাছটি অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চলছে। আশা করি খুব শীঘ্রই সেটি হয়ে যাবে।

জীবননগর শক্তি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

জীবননগর উপজেলায় শক্তি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অত্র উপজেলার ৭০জন গরীর ও দুস্থ অসহায় সদস্যদের মাঝে ত্রাণ ও মাস্ক বিতরণ করেন।

এই সময় প্রধাণ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলামের পক্ষে জীবননগর থানা সেকেন্ড অফিসার বাবুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ম্যানেজার কিশোর কুমার রায়, জীবননগর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জাহাঙ্গীর হোসেন, সিনিয়র ক্রেডিট অফিসার মনিরুজ্জামান সহ শাহাদত হোসেন, শুভ্রত বিশ্বাস, মিল্টন কুমার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পাংকি মিয়া, হাসাদাহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মতিয়ার রহমান।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে ছয় পুলিশসহ ১১ করোনা রোগী শনাক্ত

চুয়াডাঙ্গা জেলায় নতুন করে ছয় পুলিশসহ ১১ করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে দর্শনা থানার এক এসআই, চার এএসআই ও এক কনস্টেবল রয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ১১২ জনে। এদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৭৭ জন সুস্থ হয়েছেন এবং মারা গেছেন একজন।

গতকাল শনিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে ২৯টি নমুনার প্রতিবেদন এসেছে তার মধ্যে ১১ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন। এদের

মধ্যে দর্শনা থানার এসআই, এএসআই ও এক কনস্টেবলসহ ৬ জন ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৫ জনসহ মোট ১১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ইতালি ফেরত এক যুবক। তার বাড়ি আলমডাঙ্গায়। ইতিমধ্যে ওই যুবকসহ সুস্থ হয়েছেন ৭৭ জন।

দামুড়হুদায় ২০২০ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা এ+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর উদয়ন সংঘ কর্তৃক আয়োজনে ২০২০ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা এ+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার সময় এ+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এসময় অনুষ্ঠানে উদয়ন সংঘের সভাপতি মোঃ কাউছার আলী লান্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শহিদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান সহকারী মোঃ মুনছুর আলী, দামুড়হুদা উপজেলা শাখা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আব্দুল মান্নান, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইদুর রহমান সন্টু, আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ মতিয়ার রহমান মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম সারোয়ার নান্নু।

এসময় তাদের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন মোঃ আসাদুজ্জামান সাগির মোঃ আরিফুল ইসলাম পলাশ, শ্রীঃ রাজন কর্মকার, মোঃ ইমরান হোসেন আরও দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন সকল অতিথিবৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সহ উদয়ন

সংঘের সকল সদস্যবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উদয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সারাফায়েত হোসেন বাবু।

জীবননগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার শাখারিয়া গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রিজিয়া খাতুন (৬৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নিজ বাড়িতে এ ঘটনা „ঘটে। তিনি শাখারিয়া গ্রামের রুস্তম আলীর স্ত্রী।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড়ের কারনে বসত বাড়ির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক লাইনের তার ছিড়ে ঘরের টিনের উপর পড়ে। এতে টিনের চালাসহ কাপড় রাখা তারও বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়।

শনিবার ঘর থেকে কাপড় নেওয়ার সময় রিজিয়া খাতুন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়া রাস্তায়

হাঁটুপানি, জনদুর্ভোগ চরমে

অপরিকল্পিতভাবে বাড়ি ঘর নির্মাণ ও রাস্তার পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টি হলেই জমে যায় হাঁটুপানি। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের এই সমস্যা বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করে ও সুরাহা হয়নি। গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা ভেঙে খাড়া-খন্দে পরিণত হয়েছে।

এসব খাড়া-খন্দে অল্প বৃষ্টির হলেই জমে ওঠে হাঁটুপানি। স্থানীয়দের অপরিকল্পিতভাবে বাড়ি ঘর নির্মাণ ও রাস্তার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে অল্প বৃষ্টিতেই কয়েকদিন যাবত দূর্ভোগে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথযাত্রীরা। বিভিন্ন সময় এলাকাবাসী বিভিন্ন মহলের কাছে যোগাযোগ করেও দীর্ঘদিনের এই সমস্যা আজও কোনো সমাধান পাইনি বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। জলাবদ্ধতায় এলাকার কাঁচা ঘরবাড়ি সহ একটি মসজিদ ভাঙ্গন ধরেছে।

নামাজের সময় এলাকার মুসল্লীরা মসজিদে যেতে পারছে না। জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করে পানি নিষ্কাশনের সুযোগ তৈরি করতে পারলে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ কমবে বলে মনে করছেন ভুক্তভোগী সহ এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, আমি উর্ধতন কর্মকর্তা দের সাথে কথা বলে ড্রেনেজের ব্যাবস্থা করার চেস্টা করবো। এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা এলজিইডি অফিসে যোগাযোগ করা হলে এলাকাবাসীকে একটি আবেদন করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ গোলাপ আলী মিয়া।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ইয়ানুর রহমান জানান, জলাবদ্ধতা মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি হলে এলাকাবাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি সুরাহা করার চেষ্টা করা হবে।